আরামবাগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা সভায় রাজ্যের দুই মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মঙ্গলবার আরামবাগ রেলস্টেশন সংলগ্ন মাঠে সভা করেছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। বুধবার আরামবাগ রবীন্দ্র ভবনে কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির হবার কথা ছিল। আসার কথা ঠিক ছিল পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। কিন্তু মঙ্গলবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আরামবাগের মাটিতে সভা করায় বদলে যায় তৃণমূলের কর্মসূচি। স্থগিত হয়ে যায় ওই প্রশিক্ষণ শিবির। পরিবর্তে ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আরামবাগ রেলস্টেশন সংলগ্ন স্থানে বিজেপির এই মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা সভা করলেন হুগলি জেলার মন্ত্রী তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তপন দাশগুপ্ত ও জেলার কার্যকরী সভাপতি ও মন্ত্রী অসীমা পাত্র। এদিনের সভা থেকে মন্ত্রীরা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর দিদিকে উদ্ধৃত করে প্রতিটি বাণের উপযুক্ত বাণ ছুঁড়ে জবাব দেন। আরামবাগ-তিরোল রাস্তার রেলস্টেশন সংলগ্ন স্থানে এদিনের সভাতে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক অসিত মজুমদার, মানস মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, জেলাপরিষদের সভাধিপতি হাজী মেহেবুব রহমান, সহসভাধিপতি সুমনা সরকার, জেলাপরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ গোপাল রায়, জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি পারভেজ রহমান, জেলাপরিষদের অন্যতম নেতা সমীরণ মিত্র, নিসেস ঘোষ, জেলা এসসিএসটিওবিসি সেলের সভাপতি প্রদীপ বাঁশফোড়, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, আরামবাগ পৌরসভার উপপৌরপ্রধান রাজেশ চৌধুরী, তিরোল অঞ্চলের প্রধান আব্দুস সুকুর, শিশির সরকার, মানিক দাস, তপন মন্ডল, মনোরঞ্জন পাল, নারায়ণ পাঁজা, গুণধর খাঁড়া, অভিজিৎ বাগ, রমেন প্রামাণিক, নইমুল হকপ্রমুখরা। এদিনের সভায় হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তপন দাশগুপ্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। একই সাথে সমালোচনা করেন কংগ্রেস এবং সিপিএম-এরও। বিপ্লব দেব সম্পর্কে বলতে উঠে তিনি বলেন, বিপ্লব দেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যে ২টি লোকসভা কেন্দ্র। যে রাজ্য আমাদের হুগলির চেয়েও ছোটো। আর সবচেয়ে বড়ো যে অভিযোগটি তিনি করেন তা হল, বিপ্লব দেব কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের কাছে গোমস্তার কাজ করতেন। এমনকি হুগলির সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জীর কাছেও বেশ কিছুদিন বেতনভুক্ত কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। অমিত সাহ সম্পর্কে বিরূপ করে বলেন, জানেন তো সোয়াইন ফ্লু কাদের হয়? কোথা থেকে ছড়ায়? শূকরের নাম না নিয়ে অমিত শাহকে তার সাথে তুলনা করেন। বাংলায় সভা করতে আসলে বিপ্লব দেবকে, অমিত শাহকে বাংলা সম্পর্কে পড়তে হবে, জানতে হবে। হুগলির মাটিতে অমিত সাহকে সভা করার চ্যালেঞ্জ জানান তিনি। এমনকি বলেন, ওইসব ছোটোখাটো নেতা নয়, মোদীজির উদ্দেশ্যে বলেন, পাঙ্গা নিন মমতা ব্যানার্জীর সাথে লড়তে। ভারতবর্ষে অনেক প্রধানমন্ত্রী, অনেক মুখ্যমন্ত্রী এর আগে ছিলেন একজনের নাম করতে বলুন বিজেপিকে যিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায় কন্যাশ্রীর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সেরা হয়েছেন। আর প্রয়াত অনিল বসুর নাম না নিয়ে বলেন, একজন জেলার কলঙ্ক নেতা ছিলেন। তিনি মরে গেছেন তার নাম বলতে চাইনা। তাদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা ব্যানার্জী যতদিন বাঁচবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তিনি ততদিন থাকবেন। ২০১৯ এ ভারতবর্ষের মানুষ মমতা ব্যানার্জীকে প্রধানমন্ত্রী বানাবেন। এদিন মন্ত্রী অসীমা পাত্র বলেন, বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে দেবী রূপে পুজো করে। অমিত সাহ বাংলায় এসে বলছেন ২০১৯-এ সোনার বাংলা গড়বে। আমি বলি ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তারা কেন্দ্রের ক্ষমতায় থেকে কি করেছেন বলুন। ২০১৪-র নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে বিদেশে থাকা, সুইস ব্যাঙ্কে থাকা কালো টাকা উদ্ধার করবেন ও নামপ্রকাশ করবেন। ১০০ দিনের মধ্যে তা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত তা হয়নি। এসব ছিল বিজেপির ভাঁওতা। আপনারা বলুন, বিজেপি বলেছিল প্রত্যেক মানুষের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। আমাদের সামনে এত মানুষ আছেন তাদের মধ্যে একজনও উঠে দাঁড়িয়ে বলুন তো কজনের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢুকেছে। সিবিআই, আরবিআই কে তুলোধনা করে বলেন, সবাই ঘুষখোর। আর চিটফান্ড সম্পর্কে সাহারার নাম নিয়ে বলেন, বিজয় মালিয়া কি করে হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে বিদেশে চলে গেলেন, মেহুল চোকসি থেকে এক এক করে নীরব মোদী সবই বিজেপির দয়ায় টাকা মেরে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমিত শাহের ছেলে জয় শাহার নাম নিয়ে বলেন, যখন তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন আর এই কয়েক বছরে তার ব্যবসার আয় বেড়েছে কয়েক হাজার গুণ। সবার পিছনে ইডি, সিবিআই লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ৬ বছরে কৃষকের আয় তিন গুণ বেড়েছে। খাজনা মকুব করেছেন দিদি। মিউটেশন ফি লাগে না। ফসল বীমা প্রিমিয়াম আমাদের সরকার দিচ্ছে। আমাদের দিদি কৃষকবন্ধু চালু করেছেন। বিজেপিকে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইট ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হয়। আমরা অশান্তি চাই না। কেউ অশান্তি করলে ছেড়ে কথা বলা হবে না।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড স্বামী ও শাশুড়ির

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগ আদালতে বধূ হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হল স্বামী ও শাশুড়ির। আরামবাগ আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ দ্বিতীয় কোর্ট-এর বিচারক সুরথেশ্বর মন্ডল বুধবার মৃত গৃহবধূর স্বামী সাবির আলি খাঁ ও শাশুড়ি লতিফা বেগমকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন, ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ধার্য করেন এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ বছরের জেলের নির্দেশ দেন। এই কেসে সরকারি আইনজীবি ছিলেন নবকুমার মজুমদার। জানা গেছে, ২০১৩ সালে ১৯ অক্টোবর খানাকুলের মাইনান গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে মৃত্যু হয় মমতাজ বিবি নামে বছর সাতাশের এক গৃহবধূর। ওই ঘটনায় তার বাবা কোতুলপুর থানার পোয়ালগোড় গ্রামে বাড়ি সাহাদ আলি তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে শ্বাসরোধ করে বলে স্বামী সাবির আলি খাঁ, মেয়ের শ্বশুর আব্দুল খনি খাঁ, শাশুড়ি লতিফা বেগম, অবিবাহিত ননদ রবিয়া খাতুনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন খানাকুল থানায়। এই ঘটনায় পুলিশ চার্জশিট দিলে তদন্তে নাম বাদ পড়ে যায় মৃত গৃহবধূর শ্বশুর ও ননদের। আরামবাগ আদালতে সুনানি চলার পর গত মঙ্গলবার ৩০২ ও ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় স্বামী ও শাশুড়ি। আর বুধবার হয় সাজা ঘোষণা। সরকারি আইনজীবি নবকুমার মজুমদার জানান, ৯-১০ জন সাক্ষী এই কেসে সাক্ষী দেন। তারপরই সমস্ত দিক বিবেচনা করে মহামান্য বিচারক বুধবার ২ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন।

জল থেকে উদ্ধার জঙ্গির মোবাইল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগের ডোঙ্গলে রাজমিস্ত্রী সেজে ঘাঁটি গেড়েছিল ২ জঙ্গি। এনআইএ-এর হাতে ধরা পড়েছে কদর কাজী, সাজাদ আলি। সোমবার রাতে এদেরকে ধরার সময় বাংলাদেশের জঙ্গিসংগঠন জেএমবি-র এক মূল কর্তা এনআইএ-এর হাতে আগেই ধৃত কৌসর-এর ভগ্নীপতি কদর কাজী তার কাছে থাকা অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি বড়ডোঙ্গল এলাকায় একটি পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ওইদিন এনআইএ ও আরামবাগ পুলিশের চোখের সামনে মোবাইল জলে পড়লেও তাদের সেই মুহূর্তে কিছু করার ছিল না। সোমবার রাতে এনআইএ-এর আধিকারিকরা ধৃত ২ জঙ্গিকে নিয়ে চলে যান কলকাতার উদ্দেশ্যে। ওইদিন কিছু টাইম বোমা বানানোর কিছু সার্কিট তাঁরা উদ্ধার করলেও মোবাইল উদ্ধার করতে পারেন নি। মঙ্গলবার মোবাইল উদ্ধারের জন্য তল্লাশি চালায় একটি দল। সেদিনেও খালি হাতে ফিরতে হয় তাদের। অবশেষে বুধবার দুপুরে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া জঙ্গিদের মোবাইল।

রাতের অন্ধকারে মোবাইল দোকানে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ শহরের তালতলা বাজার এলাকায় রাতের অন্ধকারে এক মোবাইল দোকানে আগুন লাগলে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। মঙ্গলবার রাত্রি ১১টা নাগাদ আরামবাগ শিশু উদ্যান গলি সংলগ্ন স্থানে এক মোবাইল দোকানে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে, এলাকায় ছুটে গিয়ে আগুন নেভায় আরামবাগ দমকলের কর্মীরা। জানা গেছে, প্রথমে একটি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে গেলেও সম্ভব হয়নি। পার্শ্ববর্তী দোকানে যাতে আগুন ছড়িয়ে না যায় তার জন্য অতিরিক্ত ইঞ্জিন যায় এবং পড়ে ২-৩টি ইঞ্জিনের কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নেভানো হয়। ঘটনায় ওই মোবাইল দোকানের সমস্ত মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মোবাইল দোকানের পক্ষ থেকে সেখ নাসির আলিরা বলেন, প্রায় ৪-৫ লক্ষ টাকার মালপত্র ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বুধবার আসানসোলের বেঙ্গল সৃষ্টির নতুন ইউনিট নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার আধিকারিকরা।

সমাধানসূত্র অধরা, মিলেছে শুধু আশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ মঙ্গলবার দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের সাথে ডিপিএলের মৃত শ্রমিকদের পোষ্যদের চাকরির দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পোষ্যদের পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কোন সমাধানসূত্র মেলে নি শুধু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাসটুকু ছাড়া। আশ্বাস যেমন মেলে তেমনই মিলেছে তবে সে আশ্বাসে চিঁড়ে ভেজার কোন সম্ভাবনা নাই বলেই মনে করছে এই পরিবারগুলির সদস্যদের। চাকরি না পেলে অবস্থান চলবে। মহকুমা শাসকের সাথে মৃত শ্রমিকদের সাথে সাথে ডিপিএল কর্তৃপক্ষও আলোচনায় ছিলেন। আলোচনা হয় কত দিন ধরে চাকরি দেওয়া হয়নি, চাকরি না দেওয়ার কারণ কি, কিভাবে চাকরি দেওয়া সম্ভব হবে ইত্যাদি। ডিপিএল এই মুহূর্তে চরম আর্থিক সমস্যায় ভুগছে। ডিপিএলকে বাঁচানোর তাগিদে রাজ্য সরকারের তিনটি সংস্থার হাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় নতুন করে নিয়োগ করা এক প্রকার অসম্ভব কারণ ডিপিএল বাঁচাকে স্বেচ্ছাবসর দেওয়া হচ্ছে এবং বদলি করা হচ্ছে শ্রমিকদের। ২০১১ সালে শেষ নিয়োগ করা হয়েছিল মৃত শ্রমিকদের পোষ্যদের পরিবারের সদস্যদের। রয়ে গিয়েছেন আরও ১৫০টি পরিবার। মৃত শ্রমিকদের পোষ্যদের পক্ষ থেকে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আলোচনায় আশ্বাস মিলেছে কিন্তু সমাধানসূত্র মেলে নি। তাই চাকরি না পেলে অবস্থান চলবে এবং পরে আমরণ অনশনের পথে যাবেন তারা বলে দাবি করেছেন সোমনাথবাবু। প্রশ্ন এখন প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাসের ধামার তলায় আটকে থাকবে এই চরম সমস্যায় থাকা পরিবারগুলির হকের পাওনা চাকরি নাকি আদৌ মিলবে চাকরি। সময় বলবে সমাধান কি হয় তবে এখনও পর্যন্ত কোন শ্রমিক সংগঠন অবস্থান মঞ্চে আসে নি এই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে।

নিজের ভোট সঠিক জায়গায় পড়ছে কিনা ভিভি প্যাডে তা পরীক্ষা করে দেখা যাবে। এমনই প্রদর্শনী চলছে গলসি ২ নং ব্লকে।

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নাম নভিভুক্তকরণ চলছে গলসি ও কাঁকসাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের পাশে দাঁড়াতেই কৃষকবন্ধু প্রকল্প চালু করেছেন। নতুন বছরের প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কৃষকদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছিলেন। রাজ্যসরকার কৃষকদের এক একর জমির জন্য দুই দফায় (রবি ও খরিফ চাষ) ৫০০০ টাকা অনুদান দেবে। এছাড়াও কোন কৃষকের মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান দেবে। এক একরের নিচে যাদের জমির পরিমাণ তাদের ২০০০ টাকা এবং যাদের এক একরের বেশি জমি তাদের ৫০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। নাম নথিভুক্ত করার জন্য কৃষকদের জমা দিতে হচ্ছে কৃষকের সচিত্র পরিচয়পত্র, কৃষিজমির পরচা এবং ব্যাঙ্কের বই-এর প্রথম পাতার অনুলিপি জমা দিতে হবে। কৃষি আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন সমস্ত তথ্য ডাটাবেস আ্যাপ্লের মাধ্যমে কম্পিউটারে লোড করা হবে এবং স্মার্টকার্ড দেওয়া হবে। যাদের এই মুহূর্তে নাম নভিভুক্ত হয়নি তাদের

নাম পরে জমা দেওয়া হবে। গলসি ২নং ব্লকে নয়টি পঞ্চায়েতে ৭৩টি মৌজা রয়েছে। কৃষি জমির পরিমাণ ১৮ হাজার ৫০০ হেক্টর। গলসির সাটিনন্দী পঞ্চায়েতে নাম নভিভুক্ত করা হয়। প্রায় এক হাজার কৃষক নাম নথিভুক্ত করান। কাঁকসার বিদবিহার পঞ্চায়েতে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করানো হয়। গিরিবারী সিনহা জানান, কৃষকেরা এসে তাদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন।